isif asia

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার বিভিন্ন কলাকৌশল বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল–হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন (এইচআই)

এবং এপনিক ফাউন্ডেশন

APNIC FOUNDATION

handicap international humanity &inclusion

ইপসা YPSA

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার বিভিন্ন কলাকৌশল বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ মেয়াদ কাল: ২দিন

পরিকল্পনা ও প্রনয়ণ

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

প্রকাশনা সহায়তা

হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন (এইচআই)
এবং এপনিক ফাউন্ডেশন

এপনিক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে **ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া)** গ্রান্টের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রকাশিত হয়েছে। এর বিষয় বস্তুর ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ইপসা এবং হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালের এবং কোনভাবেই তা এপনিক বা আইএসআইএফ এশিয়ার মতামতের প্রতিফলন নয়।

উপদেষ্টা

- মো: আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা
- ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, হেড, ইপসা আইআরসিডি

সম্পাদনা

- নেওয়াজ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা

তথ্য প্রনয়ণ

- শাহরিয়ার মোহাম্মদ শিবলী, প্রকল্প কর্মকর্তা, ইপসা
- মো: রাশেদুজ্জামান চৌধুরী, এস্যোসিয়েট প্রোগ্রাম অফিসার, ইপসা
- তিলক কান্তি চৌধুরী, আইসিটি অফিসার, ইপসা
- শামশুন নাহার, আইআরসিডি ফ্যাসিলিটিটির, ইপসা

তথ্য সুত্র

- কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন, মো: মাহাবুবুর রহমান
- Google Source

পরিকল্পনা ও প্রনয়ণে

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

প্রকাশনা সহায়তা

হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন এবং এপনিক ফাউন্ডেশন

মুদ্রণ

আলপথ মিডিয়া

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সবধরনের রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন ভাবে তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। নাগরিক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সম সুযোগের অভাবে সবসময় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। বর্তমানে দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সঠিকভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারছে না। আবার অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে এবং পরিমিত সুযোগ সুবিধার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তথ্য প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করতে পারছে না। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো খারাপ। কারণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী তথ্য প্রযুক্তির কোন সফটওয়্যার না থাকায় তারা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে তারা সক্রিয়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারছে না।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এর ধারা ২১ অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের প্রবেশাধিকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ৬ অনুসারে সরকারী বেসরকারী এবং ব্যক্তি মালিকনাধীণ সংস্থা কর্তৃক গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য ও সেবা, যথা- ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি, ভিডিও সাবটাইটেল ও অডিও ডেসক্রিপশন, স্ক্রিন রিডার, টেক্সট টু স্পীচ, ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির নিমিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এতদলক্ষ্যে তথ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা। এছাড়া এ ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহজ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ৬ এবং ইউএনসিআরপিডি ধারা ২১ অনুসারে ইপসা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ই সেবাই দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দক্ষতা এবং সুযোগের অভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে না। তাই স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা এর উদ্যোগে হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন এবং এপনিক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২ দিন ব্যাপী **"স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং"** বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য **"স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং"** বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে আমরা আন্তরিকভাবে আনন্দিত এবং এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে সংস্থার যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি এই প্রশিক্ষণ সহায়িকার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় হবে এবং প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

সূচিপত্র

ম্যানুয়াল পরিচিতি ৫

সহায়কের জন্য নির্দেশিকা ৬

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য করণীয় ৬

প্রশিক্ষণ সূচি ৭

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯

অধিবেশন- ১ তথ্য, প্রযুক্তি এবং তথ্য অ্যাক্সেস কি ১০

অধিবেশন- ২ ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা এবং ওয়েব ব্রাউজিং ১৩

অধিবেশন- ৩ স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং কিভাবে করবে ১৫

অধিবেশন- ৪ স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায় ১৮

অধিবেশন- ৫ কিভাবে ইউটিউবে ব্রাউজিং করা হয় ২১

অধিবেশন- ৬ ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মধ্যে পার্থক্য ২২

অধিবেশন- ৭ অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার ২৩

অধিবেশন- ৮ চাকরি সন্ধানের জন্য কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন ২৬

অধিবেশন- ৯ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ২৮

অধিবেশন- ১০ কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণা চালাবেন / ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনা সম্পাদন করা ৩৩

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী ৩৬

ম্যানুয়াল পরিচিতি

ম্যানুয়ালের লক্ষ্য

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং স্ক্রীন রিডারের মাধ্যম ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ম্যানুয়াল ব্যবহারকারী

স্ক্রীন রিডারের মাধ্যম ইন্টারনেট ব্রাউজ বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকগণ এবং প্রশিক্ষণার্থী।

অংশগ্রহণকারী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী, চাকরিজীবি, সাধারণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু

এই ম্যানুয়ালে মোট ১০টি অধিবেশন আছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিবেচিত ১০টি বিষয়বস্তু হল- তথ্য, প্রযুক্তি এবং তথ্য অ্যাক্সেস কি; ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা এবং ওয়েব ব্রাউজিং; স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং কিভাবে করবে; ৪ স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায়; কিভাবে ইউটিউবে ব্রাউজিং করা হয়; ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মধ্যে পার্থক্য; অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার; চাকরি সন্ধানের জন্য কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন; কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণা চালাবেন / ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনা সম্পাদন করা এবং সমাপনী।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরন, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করা হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- প্রশ্ন উত্তর
- বক্তৃতা আলোচনা
- অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- উন্মুক্ত আলোচনা
- কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা

সহায়কের জন্য অবশ্যই পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী

- পূর্ব প্রস্তুতি এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ অধিবেশন আরম্ভের পূর্বেই যথাযথভাবে গুছিয়ে রাখা।
- বিষয় সর্ম্পকে স্বচ্ছ এবং নিবিড় ধারণা রাখা।
- সেশনে প্রবেশের পূর্বে গ্রাউন্ডরুল, প্রত্যাশা যাচাই এবং প্রক্রিয়া সর্ম্পকে অবহিত করা।
- স্পষ্টভাবে আলোচনার বিষয়টি এবং তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।
- অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরী করে দেয়া।
- নিজেকে অংশগ্রহণকারীদের একজন ভাবতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের জানা-বোঝার সাথে সমন্বয় করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী শব্দ ব্যবহার করা।
- প্রতিটি আলোচনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং যতদূর সম্ভব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া, সঠিক উত্তর জানা না থাকলে বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করা।
- সকলের সাথে যাতে দৃষ্টি বিনিময় সহজ হয় সেভাবে অংশগ্রহণকারীদের বসানো।
- সহায়কের পোষাক হতে হবে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশিক্ষাণার্থীদের জন্য করণীয়

- মোবাইল সাইলেন্স মুডে রাখা।
- পাশাপাশি কথা না বলা।
- প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীল হওয়া।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেয়া এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা।
- সহায়কের নির্দেশ মেনে চলা।
- সেশন শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর জেনে নিয়ে ধারণাকে স্বচ্ছ করে নেয়া।
- সেশনে কোন প্রকার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বলা থেকে বিরত থাকা।
- প্রতিটি সেশনে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা।
- অন্য অংশগ্রহণকারীরা মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা।

২ দিনের প্রশিক্ষণ সিডিউল

স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা

তারিখ : **স্থান:**

অংশগ্রহণকারী: কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে এমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

অধিবেশন	সময়কাল	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু	সহায়ক
১ম দিন				
	সকাল ১০.০০-১০.৩০	প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	নিবন্ধন, উদ্বোধন, পরিচয় এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	
সকাল ১০.৩০-১০.৪৫		**চা বিরতি**		
০১	সকাল ১০.৪৬-১১.৩০	তথ্য, প্রযুক্তি এবং তথ্য অ্যাক্সেস কি	তথ্য, প্রযুক্তি কি, তথ্য প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ? তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	
০২	সকাল ১১.৩০-১২.১৫	ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা এবং ওয়েব ব্রাউজিং	ইন্টারনেট কি, ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা ওয়েব ব্রাউজিং	
০৩	সকাল ১২.১৬-০১.১৫	স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং কিভাবে করবে	স্ক্রীন রিডার কি? কিভাবে নেরেটোর চালু করতে হয় NVDA ইনস্টল করার পদ্ধতি বা স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং করার ধাপ	
দুপুর ০১.১৬-০২.১৫		**দুপুরের খাবার ও নামাজ**		
০৪	দুপুর ০২.১৬-০৩.১৫	স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায়	স্মার্টফোনের কী কমান্ড: নিম্নে স্মার্টফোনে ওয়েব ব্রাউজিং এর কী কমান্ড, কিভাবে ওয়েব পেইজে Talkback এর মাধ্যমে লিংকগুলো ব্রাউজ করা যায়?	
০৫	বিকাল ০৩.১৬-০৩.৩০	১ম দিনের সমাপনী	প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে দিনের রিভিউ করা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।	
২য় দিন				
	সকাল ০৯-৩০-১০.০০	১ম দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা	কুইজের মাধ্যমে ১ম দিনের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা	
০৬	সকাল ১০.০০-১০.৩০	কিভাবে ইউটিউবে ব্রাউজ করা হয়	ইউটিউব ব্রাউজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা	
০৭	সকাল ১০.৩০-১১.১৫	ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মধ্যে পার্থক্য	ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক (interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রোম	

অধিবেশন	সময়কাল	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু	সহায়ক
সকাল ১১.০১-১১.১৫			**চা বিরতি**	
০৮	সকাল ১১.১৬-১১.৫৯	অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার	সার্চ ইঞ্জিন কি? সার্চ ইঞ্জিন এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজা। কাঙ্খিত তথ্য খুঁজে পাওয়ার কৌশন অনলাইন যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার	
০৯	দুপুর ১২.০০- ১২.৪০	চাকরি সন্ধানের জন্য কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন	চাকরির জন্য অনলাইন যোগাযোগ ইন্টারনেটের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সম্পর্কে জানা	
১০	দুপুর ১২.৪১- ০১-২০	কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	কম্পিউটারের নিরাপত্তা ইন্টারনেট নিরাপত্তা কোন সাইটে লগ ইন করার আগে সতর্ক থাকা পাসওয়ার্ড ব্যবহারের টিপস অপরিচিত মেইলের লিঙ্কে ক্লিক না করা ফ্রি ওয়াই ফাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অনলাইনে কেনাকাটা বা লেনদেনে সতর্ক থাকা ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন স্প্যাম ই-মেইল ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেট ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার করা পিশিং পপ আপ বিজ্ঞাপনে ক্লিক না করা নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার	
১১	দুপুর ০১.২১-০২.০০	কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণা চালাবেন/ ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণা সম্পাদন করা	ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণা সম্পাদন করা ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় প্রাধান্য দিতে হবে কর্তৃপক্ষ / Authority অন্তর্ভুক্তি / সংযোজন / Affilation পাঠকবর্গ / শ্রোতা / Audience হালনাগাদ / Up-to-Date নির্ভরযোগ্যতা/ নির্ভূলতা/ Accuracy গবেষণার জন্য তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য নীচের সার্চ ইঞ্জিন বা উৎস সহায়ক	
	দুপুর ০২.০১-০২.১৫	মূল্যায়ন ও সমাপনী		
দুপুর ০২.১৬		**দুপুরের খাবার ও নামাজ**		

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিষয়বস্তু

- প্রশিক্ষণ উদ্বোধন
- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
- পরিচয় পর্ব
- প্রশিক্ষণ নীতিমালা নির্ধারণ ও
- প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা যাচাই

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং হোয়াইট বোর্ডে লিখা

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি

সময়

৪৫ মিনিট

অধিবেশন-১

তথ্য, প্রযুক্তি কি, তথ্য প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বিষয়বস্তু

তথ্য, প্রযুক্তি কি, তথ্য প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- তথ্য, প্রযুক্তি কি, তথ্য অ্যাক্সেস কি এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ।

সময়

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

তথ্য প্রযুক্তি কি

কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলে।

তথ্য প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সহজ কথায় বলতে গেলে, বেশিরভাগ সংস্থার কাজে আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেমগুলি পরিচালনা করে থাকে নতুবা প্রতিষ্ঠান বর্তমান গতিময় বিশ্বের প্রতিযোগীতা বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। এমন একটি ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া খুবই দুর্লব যারা কমপক্ষে আংশিকভাবে কম্পিউটার এবং তাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া নেটওয়ার্কগুলির উপর নির্ভর করে না। সুতারাং প্রতিযোগীতার বাজারে যারা যত প্রযুক্তি দিয়ে এগিয়ে তারা তত উন্নতি করছে।

চলুন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আইটি বিশেষজ্ঞরা যে প্রয়োজনীয়তাগুলি নিয়ে কাজ করছেন সেগুলি একবার দেখে নেইঃ

- ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠান গুলিকে বিপুল পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াকরণ শক্তি, পরিশীলিত সফ্টওয়্যার এবং মানব বিশ্লেষণযোগ্য দক্ষতার প্রয়োজন।
- বর্তমানে একদেশে বসে অন্যদেশের কাজ করে দেওয়া হয় তার জন্য প্রয়োজন ওয়্যারলেস হটস্পট এবং রোমিংয়ের ক্ষমতা সহ স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপগুলির।
- ক্লাউড পরিষেবা: বেশিরভাগ ব্যবসায় বিপুল পরিমাণে ডেটা সঞ্চয় করতে তাদের নিজস্ব "সার্ভার ফার্মগুলি" পরিচালনা করে না। অনেক ব্যবসায় এখন ক্লাউড পরিষেবাগুলির সাথে কাজ করে - তৃতীয়

পক্ষের হোস্টিং প্ল্যাটফর্মগুলি যা সেই ডেটা সুরক্ষার সাথে বজায় রাখে।

- ভিডিও কনফারেন্সিং সমাধানগুলি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সুতরাং তাদের পর্যাপ্ত সমর্থন করার জন্য আরও বেশি নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে নানা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। যদি আমরা একবার কল্পনা করতে চাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, আমাদের জীবনে ওতোপ্রোতোভাবে প্রযুক্তির ছোয়া লেগে আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে সারাদিন সকল প্রকার কাজ-কর্ম হতে রাতে শুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। এভাবে বর্তমানে চলমান জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নানাভাবে জড়িয়ে আছে প্রযুক্তির তীব্র ব্যবহার। আজকের আর্টিকেলে আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলোতে বর্তমানে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রচুর, উন্নত ও তীব্র ব্যবহার চলছে। সেগুলো হলো-

- চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- অর্থনীতিতে তথ্য প্রযুক্তির অবদান
- কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- দেশ পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

আজকের আর্টিকেলে প্রথমে আমরা তথ্য ও প্রযুক্তির উল্লেখিত দিকগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবো এবং পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার বা অপকারিতা সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করবো। তাহলে চলুন, আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে মূল আলোচনায় চলে যাওয়া যাক।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in medical field

গ্লোবাল বিশ্বায়নে চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা বেশ লক্ষণীয়। আর এটা আরো বেশি প্রমাণিত হয়েছে বর্তমানে চলমান কোভিড-১৯ তে। আমরা যখন করোনার মধ্যে দিয়ে বাহিরে যেতে পারি নাই, তখন অনেকে আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে পারি নাই। আর যে বিধায় আমাদের অধিকাংশের অনেকে মোবাইলের মাধ্যমে চিকিৎসা নিয়েছি। এটাও কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির এক প্রকার ব্যবহার। যা ব্যবহার করে আমরা চিকিৎসা নিতে পারি। এছাড়াও চিকিৎসার ক্ষেত্রে আবিষ্কার সহ গবেষণা, ঔষধ তৈরি ইত্যাদিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়। বর্তমানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নীরিক্ষা সহ সকল কিছু প্রযুক্তি নির্ভর। অপারেশনেও বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর। সুতরাং আপনি তথ্য ও প্রযুক্তি ছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক মূহুর্তও কল্পনা করতে পারবেন না।

গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in Research

অন্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় গবেষণার কাজেও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নয়নের কল্যাণেই। যদিও সকল প্রযুক্তিই তৈরি হয় একেকটি হাঁড় ভাঙ্গা গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে। হোক সেটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা, অর্থনীতিতে গবেষণাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। তাই সামগ্রিকভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে এই গবেষণার ক্ষেত্রেই।

অর্থনীতিতে তথ্য প্রযুক্তির অবদান- Use of technology in Economy

অর্থনীতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার! ব্যাপারটা কিছুটা সারপ্রাজিং ধরনের। আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে হোক সেটা চিকিৎসা থেকে অর্থনীতি, প্রায় সকল জায়গায় প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেহেতু বর্তমানে চলমান প্রযুক্তির প্রধান নিয়ামক হলো ইন্টারনেট, সেহেতু বলা বাহুল্য যে, অর্থনীতির সকল কার্যক্রম সচল রাখা ও মেইনটেইন করার ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ।

কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in Farming

কৃষিক্ষেত্রের মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি তার সেরাটা দেখাচ্ছে। কৃষি কাজকে আরো সহজ করার জন্য বাজারে অনেক ধরনের চলমান প্রযুক্তি রয়েছে এবং দিন দিন এর আপডেট ভার্সনগুলো আসছে। হাল-চাষ হতে শুরু করে বীজ নিয়ে গবেষণা পর্যন্ত বর্তমানে সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও সার ও বীজের গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির বিস্তর ব্যবহার। সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, গত ১০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় হারে বেড়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in Education

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ না করলেই নয়। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশ সহ বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্তরভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। প্রেজেন্টেশন হতে শুরু করে এখন প্রায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে প্রযুক্তির ব্যবহার দৃশ্যমান। শিশুদের ক্লাস রুটিন হতে ক্লাসের সিডিউলও এখন মোবাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও পরীক্ষার রুটিন হতে রেজাল্ট প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে।

দেশ পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in running the country

দেশ পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তির অনেক ব্যবহার রয়েছে। প্রতিটি স্টেপে স্টেপে প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের প্রত্যেকটা কর্মচারী হতে শুরু করে প্রত্যেকটি সরকারী শাখায় প্রযুক্তির তীব্র ব্যবহার রয়েছে। ঠিক একইভাবে প্রতিটি শাখায় সরকারী প্রতিটি কাজে কম্পিউটার তথা প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে সরকারী সকল প্রকার নিবন্ধনও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। তাই ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ত্রিমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- Use of technology in Daily Life

দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তির কেমন ব্যবহার হয়, তা একজন বিজ্ঞানপ্রিয় ও বিশ্বায়ন সম্পর্কে জ্ঞানীত ব্যক্তির নিকট অনেকটা ক্লিয়ার বা পরিষ্কার। আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন হতে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ ব্যবহার, যা একটি প্রযুক্তির ফলাফল, এরপর স্কুল-কলেজ অথবা অফিসে যানবাহন দ্বারা যাতায়াত, তাও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলাফল। রুমে ঢুকে এসি বা পাখা চালু করা, পুনরায় বাড়িতে গাড়ি চড়ে আসা ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে টিভিতে মুভি বা শো দেখা ইত্যাদি তথ্য ও প্রযুক্তির একটি দৃষ্টান্ত। তাই সামগ্রিক ভাবে আমরা বলতে পারি যে, দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক। যা কোনো ভাবেই অস্বীকার করার নয়।

তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ- Information Technology and Bangladesh

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই। প্রযুক্তির ছোয়ায় বাংলাদেশও হয়েছে অফুরন্ত এবং তা ধারাবাহিকভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী প্রতিটা স্থান হতে সেবা দানকারী প্রত্যেক-টি শাখায় চালু রয়েছে প্রযুক্তি। স্কুল-কলেজ, ব্যাংক, আদালত, হোস্টেল, অফিস, চিকিৎসালয় হতে শুরু করে প্রত্যেকটি জায়গায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ফেলেছে। আপনি ভাবলেও অবাক হবেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও প্রযুক্তির খুব সন্নিকটে চলে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার গ্রাম-অঞ্চল হতে শুরু করে টাউন-শহর সব জায়গায় প্রযুক্তির ছোয়া। আমরা দেশের সবগুলো প্রান্তের বেশ কিছু স্থান পর্যবেক্ষণ করলেই জেনে যাবো যে, কতটা দ্রুত বাংলাদেশ প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার দেশ পরিচালনা ও উন্নত দেশ গঠনে যে ভিশন নিয়েছে, ঠিক সে গতিতেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ফ্রীল্যান্সিং এর পরিমাণ অনেক এবং জেনে অবাক হবেন যে, বিশ্বের মোট অনলাইনে কাজ করা মানুষের মধ্যে বাংলাদেশের ফ্রীল্যান্সাররা মোট ২৫% কাজ করে থাকে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই তাঁরা অনলাইনে কাজ করে। আর এভাবেই মূলত প্রযুক্তির উপকারিতা ব্যবহার করে বাংলাদেশ তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বেশ উন্নতি লাভ করছে। সার্বিকভাবে চিন্তা করলে তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ যেন, একে অপরের ক্লোজ ক্ষেত্র।

অধিবেশন ২

ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা এবং ওয়েব ব্রাউজিং

বিষয়বস্তু

ইন্টারনেট কি, ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা

ওয়েব ব্রাউজিং

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ইন্টারনেট কি, ইন্টারনেট ব্যবহারের মৌলিক ধারণা ওয়েব ব্রাউজিং সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ।

সময়

৪৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য

ইন্টারনেট কি

ইন্টারনেট হলো একধরনের জাল। যার মাধ্যমে দুই বা একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে কানেকশন তৈরী করে বিভিন্ন ইনফরমেশন শেয়ার করে। দুইয়ের বেশী কম্পিউটার একত্রে কানেক্ট হওয়াকে ইন্টারনেট বলে। ইন্টারনেট হলো এক ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি। কম্পিউটারের মধ্যে থাকা প্রটোকলের মাধ্যমে সমস্ত কম্পিউটারগুলো একত্রে যোগাযোগ তৈরী করতে পারে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ও অন্যান্যদের মত তাদের প্রয়োজন অনুসারে ইন্টারনেট জগৎ থেকে বিশেষ সফ্টওয়ার বা এ্যাপ্সের মাধ্যমে তথ্য পেতে সক্ষম। তবে Web Content Accessible Guideline [WCAG] নির্দেশনা অনুসারে কোন ওয়েবসাইটের কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুসমূহ অবহিতকরণ বা উপলব্ধিযোগ্য, চালনযোগ্য, বোধগম্য এবং শক্তিশালী উপস্থাপিত না হলে সেই ক্ষেত্রে স্ক্রীন রিডার ব্যবহারকারীরা তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

স্ক্রীন রিডারের সহায়তায় ইন্টারনেট বা ওয়েব ব্রাউজিং সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো। যার মধ্যে রয়েছে-

স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং কিভাবে করবে?
(How to browse Internet through screeen reader ?)

স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায়?
(How to access website through smart phone ?)

কিভাবে স্ক্রীন রিডারের সহায়তায় ইউটিউব ব্রাউজ করা যায়?
(How to browse you tube with Screen reader?)

ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মধ্যে পার্থক্য।
(Difference Between Internet and World Wide Web)

অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার
(How to search information, online communication and common use of internet)

চাকরি সন্ধানের জন্য কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন
(How to find a job browsing the internet)

কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
(How to secure Your Computer and online practices)

কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণা চালাবেন / ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনা সম্পাদন করা
(How to conduct research with web browsing)

অধিবেশন ৩

স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং কিভাবে করবে (How to browse the web through screen reader)

বিষয়বস্তু

স্ক্রীন রিডার কি?
কিভাবে নেরেটোর চালু করতে হয়
NVDA ইনষ্টল করার পদ্ধতি বা
স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং করার ধাপ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- স্ক্রীন রিডার কি এবং স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং করার ধাপ সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ।

সময়

৬০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্রাউজ করলে Focus এবং Browse নামে দুটি Mode লক্ষ্য করা যায়। Focus Mode হল, যেখানে কোন কিছু টাইপ করার পর Enter প্রেস করলে ঐ তথ্য পাওয়া যায়। Browse Mode হল যেখানে Down Arrow এবং Tab key নেভিগেশন করে যে কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা হয়। আমরা ওয়েব সাইট এক্সেস করার জন্য পাঁচ ধরনের ব্রাউজার (মোজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রম, মাইক্রোসফট, অপেরা এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার) ব্যবহার করে থাকি। স্ক্রীন রিডার ব্যবহারকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোজিলা ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রমের মাধ্যমে ওয়েব সাইট ব্যবহার করে থাকে। দক্ষতার সাথে ওয়েব সাইট এক্সেস এবং সহজে নেবিগেশন করার জন্য স্ক্রীন রিডার ব্যবহারকারীরা কিবোর্ড কমান্ড ব্যবহার করে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দশ ধরনের ফ্রি স্ক্রীন রিডার ব্যবহার করে তন্মধ্যে বর্তমানে NVDA অন্যতম। এ ছাড়াও Narrator নামে ফ্রি স্ক্রীন রিডার যা Windows-10-এ Built-in পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমেও অনুরূপভাবে ওয়েব সাইট ব্রাউজ করা সম্ভব।

কিভাবে নেরেটোর চালু করতে হয় [How to open narrator]

Narrator open: Windows key+Ctrl+Enter প্রেস করলে এই সফ্টওয়ারটি Open এবং Close দুইই করা যায়।

এছাড়াও Windows কি প্রেস করে Windows-এর সার্চ বক্সে Narrator শব্দটি টাইপ করে Enter প্রেস করেও এই স্ক্রীন রিডারটি Open করা যায়।

NVDA ইনষ্টল করার পদ্ধতি

১। NVDA ইনষ্টল করার জন্য প্রথমে NVDA-এর বীব ফাইলের উপর ডাবল ক্লিক বা এন্টার প্রেস করতে হবে।

২। ট্যাব কী'র মাধ্যমে নেভিগেশন করে যে ডায়লগ বক্স আসবে, প্রতিটি অপশনের উপর স্পেসবার প্রেস করে চ্যাক্ড করে দিতে হবে।

৩। এবং ট্যাব কী'র মাধ্যমে ওকে বাটনে এন্টার দিতে হবে।

৪। NVDA সহজে ওপেন করার জন্য Alt+ctrl+N প্রেস করতে হবে এবং বন্ধ করার জন্য Insert +Q এবং এন্টার প্রেস করতে হবে।

ওয়েব ব্রাউজিং এর ধাপ সমূহ

স্ক্রীন রিডার ব্যবহারকারীদেরকে ওয়েব ব্রাউজ করার সময় কতগুলো বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ওয়েব সাইট ব্যবহার করার সময় স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে যদি ওয়েব সাইটের হেডিং, লিংক, ল্যান্ড মার্ক, সার্চ বাটন সহজে নেভিগেশন করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ওয়েবসাইটটি এক্সসেসিবল নয়। স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে যেকোন ওয়েবসাইট ব্যবহার করার জন্য কতগুলো শর্টকার্ট কমান্ড কী ব্যবহার করতে হয়। তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১। ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য মোজিলা ফায়ারফক্স বা গুগল ক্রম সিলেক্ট করে Alt+D বা Ctrl+E বা ctrl+L বা Ctrl+E প্রেস করে address bar এ গিয়ে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট টাইপ করার পর এন্টার প্রেস করে ওয়েব পেইজে প্রবেশ করতে হয় এবং Single letter key navigation-এর মাধ্যমে ওয়েব সাইট ব্রাউজ করা যায়।

২। গুগল ক্রম বা মোজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করার পর Shift+E বা E অক্ষর প্রেস করে Focus mode সিলেক্ট করতে হয় অথবা ctrl+Home প্রেস করে পেইজের শুরুতে এসে ট্যাব বা ডাউন অ্যারো প্রেস করে

সার্চ বাটন সিলেক্ট করে যে কোন ওয়েব সাইট বা তথ্য টাইপ করে এন্টার প্রেস করতে হবে। উল্লেখ্য অন্যান্য ব্রাউজারের ক্ষেত্রে একই শর্টকার্ট কমান্ড প্রযোজ্য।

৩। Browse mode সিলেক্টের জন্য Insert+spacebar এবং পুনরায় Focus mode সিলেক্ট করার জন্য Insert+spacebar প্রেস করতে হয়।

৪। হেডিং নেভিগেশনের জন্য H চাপতে হবে।

৫। পিছনে হেডিং নেভিগেশনের জন্য shift+H চাপতে হবে।

৬। লিংক নেভিগেশনের জন্য K এবং পিছনের লিংক প্রেস করার জন্য shift+K চাপতে হবে।

৭। ল্যান্ড মার্ক নেভিগেশনের জন্য L এবং ব্যাকে যাওয়ার জন্য shift+L চাপতে হবে।

৮। ব্যাক পেইজে Alt+Left Arrow এবং ফরওয়ার্ড পেইজে যাওয়ার জন্য Alt+right arrow চাপতে হবে।

৯। ওয়েব সাইট বন্ধ করার জন্য ctrl+w প্রেস করতে হবে।

১০। লিংক লিস্ট ভিউ বা List of heading and link-এ যাওয়ার জন্য Insert+F7 প্রেস করে ডাউন অ্যারো কী অথবা Single letter নেভিগেশনএর মাধ্যমে নির্দিষ্ট লিংক বা হেডিং সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করতে হবে অথবা Shift+1, Shift+2 ক্রমান্বয়ে প্রেস করলে হেডিংসমূহ ব্রাউজ করা যায়।

১১। Visited লিংক সিলেক্টের জন্য u এবং unvisited লিংকের জন্য Shift+u প্রেস করতে হয়।

উল্লেখ্য যদি কোনো ওয়েব সাইটের লিংকে ট্যাব অথবা ডাউন অ্যারো কী প্রেস করার পর এন্টার প্রেস করলে ঐ লিংকের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

১২। ওয়েব সাইটে টেবল নেভিগেশনের জন্য ব্রাউজ মোড সিলেক্ট করে T প্রেস করতে হয়।

১৩। টেবিলের রো পড়ার জন্য Alt+ctrl+down arrow কি প্রেস করতে হয়।

১৪। টেবিলের কলাম পড়ার জন্য Alt+ctrl+right arrow এবং Alt+ctrl+left arrow কি প্রেস করতে হবে।

১৫। Next radio button R এবং Previous radio button Shift+R ।

১৬। Next combo box c এবং previous combo box Shift+c প্রেস করতে হয়।

১৭। পূর্ববর্তী link-এ যাওয়ার জন্য Ctrl+tab এবং পরবর্তী link-এ ক্লিক করার জন্য Shift+ctrl+tab ।

১৮। Google chrome-এ একাধিক Tab নেভিগেশন করতে হলে Ctrl+1 এবং Ctrl+2 প্রেস করতে হবে।

১৯। নতুন Tab-এ যাওয়ার জন্য Ctrl+t ।

২০। নতুন Link-এ যাওয়ার জন্য Ctrl+shift+enter ।

২১ । Google chrome-এ Download অফশনে যাওয়ার জন্য F6.

অধিবেশন ৪

স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায়
(How to access website through smart phone)

বিষয়বস্তু

স্মার্টফোনের কী কমান্ড: নিম্নে স্মার্টফোনে ওয়েব ব্রাউজিং এর কী কমান্ড

কিভাবে ওয়েব পেইজে ঞধষশনধপশ এর মাধ্যমে লিংকগুলো ব্রাউজ করা যায়?

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- স্ক্রীন রিডার কি এবং স্ক্রীন রিডার প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজিং করার ধাপ সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ।

সময়

৬০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

স্মার্টফোনে স্ক্রীন রিডার ব্যবহারকারীদের জন্য Tab এবং Swive gesture নামে দুটি Gesture নেভিগেশন পদ্ধতি দেখা যায়। Talkback নামক স্ক্রীন রিডারের সহাতায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্রাউজিংকারীরা স্মার্টফোনে মোজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রম এবং ডিভাইসের নিজস্ব ব্রাউজারের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজন অনুসারে তথ্য পেতে পারে। এক্ষেত্রে, Talkback এর আলাদা কী বোর্ড কমান্ড অনুসরণ করতে হয়। উল্লেখ্য ডেস্কটপ ইউজাররা যেমনভাবে স্ক্রীন রিডারের মাধ্যমে ওয়েবসাইডে নেভিগেশন করে, ঠিক তেমনি মোবাইল প্রযুক্তিতেও ইউজাররা swive এর মাধ্যমে নেভিগেশন করতে পারবে।

স্মার্টফোনের কী কমান্ড: নিম্নে স্মার্টফোনে ওয়েব ব্রাউজিং এর কী কমান্ড

১। যে কোনো এনড্রয়েড ফোনে মোজিলা ফায়ারফক্স বা গুগল ক্রম বেশীরভাগ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ওয়েব ব্রাউজিং এর জন্য Talkback এর কিছু কী বোর্ড কমান্ড অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে মোজিলা ফায়ারফক্স বা গুগল ক্রম এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট ওপেন করে উপর থেকে নীচে swive এর মাধ্যমে যেকোন ওয়েব পেইজে ব্রাউজ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে ওয়েব সাইট এর হেডিং, লিংক, লাইন, ক্যারেকটার এবং ওয়ার্ড নেভিগেশনের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তাহলো- ওয়েব পেইজে ব্রাউজ করার সময় উপর থেকে নীচে একটি আঙুল দ্বারা swive করলে ক্রমানুসারে ক্যারেকটার, ওয়ার্ড, হেডিং, লাইন লিংক অপশন পাওয়া যায় এবং ডাবল

ট্যাব করলে সে অপশনে প্রবেশ করা যায় অর্থ্যাৎ উপরোক্ত নিয়মঅনুসারে হেডিং সিলেক্ট করে উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে swive করলে ওয়েব পেইজের হেডিং গুলো পড়া যায়।

কিভাবে ওয়েব পেইজে Talkback এর মাধ্যমে লিংকগুলো ব্রাউজ করা যায়?
ওয়েব পেইজ swive করার সময় একটি আঙুলের মাধ্যমে উপর থেকে নীচে swive করে লিংক সিলেক্ট করে ডাবল ট্যাব করলে ওয়েব পেইজের ঐ লিংকে প্রবেশ করে Talkback এর মাধ্যমে সমস্ত তথ্য/ডাটা পড়া যায়।
অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের মাধ্যমে সহজে ওয়েব ব্রাউজ করার জন্য কী-বোর্ড কমান্ড কী ?

Navigation

- Move to next item: Alt + Right arrow
- Note: In continuous reading mode, this shortcut fast-forwards through the text.
- Move to previous item: Alt + Left arrow
- Note: In continuous reading mode, this shortcut rewinds the text.
- Move to item above: Alt + Up arrow
- Move to item below: Alt + Down arrow
- Move to first item: Alt + Control + Left arrow
- Move to last item: Alt + Control + Right arrow
- Click focused element: Alt + Enter
- Long-press focused element (touch and hold): Alt + Shift + Enter
- Read from top: Alt + Control + Enter
- Read from next item: Alt + Control + Shift + Enter
- Navigate to next or previous window: Alt + Control + Down or Up arrow
- Note: In split screen view, this shortcut moves your focus between the two open apps. Otherwise, it moves focus between the navigation bar, main screen, and status bar.

Global Actions

- Back: Alt + Control + Backspace
- Home: Alt + Control + h
- Recent apps/Overview: Alt + Control + r
- Notifications: Alt + Control + n
- Search the screen: Alt + Control + / (forward slash)
- Open global context menu: Alt + Space
- Open local context menu: Alt + Shift + Space
- Pause or resume TalkBack: Alt + Control + z
- Open list of actions: Alt + Control + Space
- Show installed languages: Alt + Control + L

Text Navigation

- Move to next word: Alt + Shift + Control + Right arrow
- Move to previous word: Alt + Shift + Control + Left arrow
- Move to next character: Alt + Shift+ Right arrow
- Move to previous character: Alt + Shift+ Left arrow

Chrome web page navigation

Use these shortcuts to move to the next or previous element on a web page.

Button
- Next: Alt + b
- Previous: Alt + Shift + b

Control
- Next: Alt + c
- Previous: Alt + Shift + c

ARIA landmark
- Next: Alt + d
- Previous: Alt + Shift + d

Editable field
- Next: Alt + e
- Previous: Alt + Shift + e

Focusable item
- Next: Alt + f
- Previous: Alt + Shift + f

Graphic:
- Next: Alt + g
- Previous: Alt + Shift + g

Heading
- Next: Alt + h
- Previous: Alt + Shift + h
- Heading level 1, 2, 3, 4, 5 or 6
- Next: Alt + [1-6]
- Previous: Alt + Shift + [1-6]

List
- Next: Alt + o
- Previous: Alt + Shift + o

List item
- Next: Alt + i
- Previous: Alt + Shift + i

Link
- Next: Alt + L
- Previous: Alt + Shift + L

Table
- Next: Alt + t
- Previous: Alt + Shift + t

Checkbox
- Next: Alt + x
- Previous: Alt + Shift + x

Combo box
- Next: Alt + z
- Previous: Alt + Shift + z

অধিবেশন ৫

কিভাবে ইউটিউবে ব্রাউজ করা হয়
(How to browse youtube)

বিষয়বস্তু

ইউটিউব ব্রাউজ করার পদ্ধতি সর্ম্পকে জানা

উদ্দেশ্য:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ইউটিউব ব্রাউজ করার পদ্ধতি সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া

সময়:

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

ইউটিউবেও ব্রাউজ এবং ফোকাস বা এডিটেবল মোডে যে কোন ভিডিও এবং sound কনটেন্ট বিষয়সমূহ পাওয়া যায়।
যে কোন Sound content pause এবং Play করার জন্য k অথবা Spacebar প্রেস করতে হয়।
Speed বাড়ানো Shift+comma sign এবং কমানো Shift+period sign।
Search button পাওয়ার জন্য e অক্ষর প্রেস করতে হয়।
Next heading-এর h এবং previous heading-এর জন্য Shift+h.
Next link k এবং previous link Shift+k.
Focus mode বা Edit বক্সের জন্য Shift+e অথবা e প্রেস করা হয়।
কোন ভিডিও content forward করার জন্য ল এবং Rewind করতে l প্রেস করতে হবে।
Mute করার জন্য m এবং unmute-এর জন্য পুনরায় m।

অধিবেশন ৬

ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Internet and World Wide Web)

বিষয়বস্তু

ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেট্ওয়ার্ক (interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রোম।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেট্ওয়ার্ক (interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রোমপদ্ধতি সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

আলোচনা, উম্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া

সময়

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

প্রায়শই দেখা যায় ইন্টারনেট এবং ওয়েব শব্দটিকে পরিপূরক বা অভিন্ন জিনিস হিসেবে ভাবা হয়, তবে তারা আসলে দুটি ভিন্ন জিনিস। ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেট্ওয়ার্ক (interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইন্টারনেট কোটি কোটি কম্পিউটারের একটি বিশাল বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক। কোনও একক সত্তা ইন্টারনেটের মালিক নন এবং কোনও একক সরকার তার ক্রিয়াকলাপের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই।

ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ (WWW) এর পূর্ণরূপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) । ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, অথবা কেবল ‘‘ওয়েব’’, ইন্টারনেটের একটি অংশ। ইউরোপের নিউক্লিয়ার রিসার্চ অর্গানাইজেশন (CERN) এর একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স-লি যিনি ১৯৮৯ সালে (WWW) উদ্ভাবন করেন।

ওয়েবে ডিজিটাল ডকুমেন্ট থাকে, যা ওয়েব পৃষ্ঠা হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং কম্পিউটারগুলির মতো ডিভাইসে ওয়েব ব্রাউজার সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাউজার সফ্টওয়্যারের উদাহরণ হলো ক্রোম, সাফারি, মাইক্রোসফ্ট এজ (পূর্বে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার হিসাবে পরিচিত), ফায়ারফক্স, ওপেরা এবং অন্যান্য।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রোম ব্যবহার করে থাকে। ওয়েব পেইজগুলো কোন একটি বা একাধিক কম্পিউটারে জমা থাকে যাদের বলা হয় ওয়েব সার্ভার। ওয়েব সার্ভারগুলো ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকে। ব্রাউজার সফ্টওয়্যার নির্দিষ্ট আইপি এড্রেস বা ডোমেইন নেইম এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করে।

সংক্ষেপে বললে, ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি কম্পিউটার বা সার্ভার নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার একটি মাধ্যম কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো ইন্টারনেটের একটি অংশ যা এইচটিটিপি বা হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল ব্যবহার করে।

অধিবেশন ৭

অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার (How to Search and Communicate Online and Common Internet Uses)

বিষয়বস্তু

সার্চ ইঞ্জিন কি?
সার্চ ইঞ্জিন এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজা
কাঙ্খিত তথ্য খুঁজে পাওয়ার কৌশল
অনলাইন যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

আলোচনা, উন্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া

সময়

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

ইন্টারনেট মূলত একটি যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম। ইন্টারনেটে ওয়েব, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ইমেইল আদান-প্রদান, তথ্য মজুদ, তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ, চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট ফোন কলিং সহ আরো অনেক সুযোগ সুবিধার বিকাশ ঘটেছে।

সার্চ ইঞ্জিন এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজা

বর্তমানে এই ইন্টারনেটের যুগে কোনো কিছু খুঁজে পেতে হলে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দরকার তা হলো সার্চ ইঞ্জিন। প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানকে স্ক্রীনে হাজির করার জন্য সার্চ ইঞ্জিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে গুগলকেই পছন্দ করি। কারণ সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে এরই মধ্যে এটি একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ইয়াহু, বিং, এম এস এন, পিপীলিকা ইত্যাদি।

ওয়েব ব্রাউজারে সরাসরি একটি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস লিখে দরকারি তথ্যটি খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্বের সব ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস কারোরই মুখস্থ থাকে না। তাছাড়া, কোন তথ্যটি ঠিক কোন ওয়েবসাইটে রয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সার্চ ইঞ্জিন।

ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সময় এক একজন একেকভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে থাকেন। জানা থাকলে

ওয়েবসাইটের ইউআরএল বা অ্যাড্রেস লিখে সরাসরি সাইটে প্রবেশ করেন। জানা না থাকলে, অ্যাড্রেস বারে কি-ওয়ার্ড বা প্রয়োজনীয় তথ্যের কয়েকটি শব্দ লিখে সার্চ দেন। আর সার্চ ইঞ্জিন মিলি সেকেন্ডের মধ্যে গোটা ওয়েব জগৎ খুঁজে প্রয়োজনীয় তথ্যটি সামনে এনে হাজির করে।

সার্চ ইঞ্জিন কি?

সার্চ ইঞ্জিন মূলত একটি ওয়েব অনুসন্ধান ইঞ্জিন বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা তথ্য জমা করে এবং প্রয়োজনের সময় সেই তথ্য প্রদান করে। সার্চ ইঞ্জিন একটি স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে রান হয় এবং নেট দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। এটিকে একটি মাকড়সার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা পুরো নেট দুনিয়ায় নিজের জাল ছড়িয়ে রাখে তথ্য সংগ্রহের জন্য। যখন কোন তথ্যের জন্য সার্চ করা হয়, তখন এটি নিজের কাছে জমা করে রাখা কোটি কোটি ওয়েব পেইজ থেকে বাছাই করে দরকারি তথ্যটি খুঁজে আনতে সহায়তা করে।

কাঙ্খিত তথ্য খুঁজে পাওয়ার কৌশল

কিওয়ার্ড বা শব্দ গুচ্ছ দিয়ে সাধারনত সার্চ করা হয়। কিন্তু অবিকল কোন বাক্যসহ কোন সার্চ রেজাল্ট বা তথ্য অনুসন্ধানের ফলাফল পেতে চাইলে উদ্ধৃতিচিহ্ন (inverted comma) ব্যবহার করতে হবে। যেমন: "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ"। উদ্ধৃতিচিহ্ন (ইনভার্টেড কমা) এর ভিতরের বাক্যাংশটি যে ওয়েব পেজটিতে হুবহু রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন শুধু সেই পেইজটিকে ফলাফলে প্রদর্শন করাবে।

এছাড়াও সার্চ টুল ব্যবহার করে তারিখ অনুযায়ী অনুসন্ধানের ফলাফল ফিল্টার বা পরিস্রুত করা যাবে। আরো ফিল্টার করা যাবে ছবি, ভিডিও, সংবাদ, ম্যাপ, বই ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে।

নীচে গুগলের প্রস্তাবিত কিছু ফিচার দেয়া হল যা আমাদের অনুসন্ধানকে আরও সহজ করে তোলেঃ

news.google.com সাম্প্রতিক সকল ঘটনা বা খবর জানতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শুধুমাত্র এক মিনিটেই পুরো বিশ্বের খবর পাওয়া যাবে নিউজ ডট গুগল ডট কমে।

images.google.com এটিই হচ্ছে বিশ্বের সেরা ইমেজ সার্চ ইঞ্জিন। নির্দিষ্ট কোন ছবি আর কোথাও ব্যবহার হয়েছে কিনা সেটাও জানা যাবে।

google.com/shopping কোন কিছু ক্রয় করতে চাচ্ছেন? তাহলে গুগল শপিং হচ্ছে সহজ সমাধান। কেনাকাটা, অনলাইন মূল্য তুলনা, পণ্যের মান নির্ধারণ সবই করতে পারবেন গুগল শপিং ব্যবহার করে।

google.com/finance স্টক মার্কেটের অবস্থা জানতে চাচ্ছেন? তবে এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন যেখানে স্টক মার্কেটের যাবতীয় তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন।

maps.google.com যেকোনো স্থানের মানচিত্র বা উপগ্রহের ছবি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য এই সাইটটি অনেক কার্যকরী।

video.google.com গুগলের রয়েছে নিজস্ব ভিডিও সার্চ ইঞ্জিন, ফলে শিক্ষামূলক থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যেকোনো ভিডিও খুঁজে পাওয়া যাবে এই সাইটে।

youtube.com বেশ কিছু বছর আগেই গুগল বর্তমানের ইন্টারনেট প্রিমিয়ার ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইট ইউটিউব কিনে নিয়েছে। যেকোনো ধরণের ভিডিও খুঁজতে ইউটিউব বর্তমানে একটি জনপ্রিয় সাইট।

scholar.google.com যেকোনো ধরণের স্কলারি পেপার অনুসন্ধানকে আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করাই এই সাইটের কাজ।

books.google.com অনলাইন বই পড়া, বই কেনা থেকে শুরু করে যেকোন ধরণের বই এই সাইটে খুঁজে পাওয়া যাবে।

অনলাইন যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার –

ইমেইল:

ইলেক্ট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ইমেইল। ইমেইল হলো ডিজিটাল বার্তা। যেখানে কাগজ কলম ব্যবহার করার পরিবর্তে ব্যবহার হয় কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন। যেমন আগের দিনে আমরা কারো কাছে চিঠি পাঠাতাম কিন্তু এখন এই চিঠির কাজ করা হয় এই ইমেইলের মাধ্যমে তবে এর কার্যকারিতা খুবই দ্রুত। ইমেইল এর সাথে ছবি ডকুমেন্ট বা অন্য কোন ফাইল এটাচম্যান্ট বা সংযুক্তি হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া যায় বিশ্বের যে কোন প্রান্তে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বা অফিশিয়াল যোগাযোগের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে মাধ্যম ব্যবহার করা তা হল ইমেইল। এমনকি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে একাউন্ট খুলতেও ইমেইল ব্যবহার করে থাকে।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইট- সোশ্যাল মিডিয়া হলো এমন এক ধরনের ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপ্লিকেশন যা মানুষকে খুব দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেয়ার করার এবং পরিচিত কিংবা অপরিচিত সবার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আমরা যাকে ফেইসবুক নামে চিনি তা একটি সোশ্যাল মিডিয়া। এ রকম আরো অনেক সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে যেমনঃ টুইটার, মাইস্পেস, গুগল পাস, ইন্সটাগ্রাম, লিংকডইন ইত্যাদি। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টগুলোতে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করা যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় টেক্সট ছাড়াও ভিডিও, ফটো পোস্ট অথবা শেয়ার করা যায়; যোগাযোগ করা যায়; বন্ধুবান্ধব এবং বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল দেখা যায়; নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায়; চ্যাট করা বা মেসেজ পাঠানো যায়। তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ (Instant Messaging) – তাৎক্ষণিক বার্তা বা আইএম, একজন ব্যবহারকারী থেকে অন্য একজনের কাছে রিয়েল-টাইম বার্তা প্রেরণ করছে। উদাহরণগুলি ইয়াহু ম্যাসেঞ্জার বা উইন্ডোজ লাইভ মেসেঞ্জার, ফেইসবুক এবং টুইটার মেসেঞ্জার ইত্যাদি।

ব্লগ – এটিকে অনেকে অনলাইনভিত্তিক ব্যক্তিগণ ডায়রি হিসাবে বিবেচনা করেন। যেসব ওয়েবসাইটে একটি অ্যাক-উন্ট খুলে প্রবেশ করে লেখালেখি করা যায় সেটাই ব্লগ বা ব্লগসাইট। এই লেখা হতে পারে রাজনৈতিক, গঠনমূলক, সমস্যামূলক, বিজ্ঞানভিত্তিক, টিউটোরিয়াল প্রদান, হাস্যরসাত্মক, সাহিত্য ইত্যাদি। যেমনঃ ওয়ার্ডপ্রেস। যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলা হয়। ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারক-রীরা সেখানে তাদের মন্তব্য করতে পারেন।

ইন্টারনেট কনফারেন্স (Internet Conference)- ইন্টারনেট সম্মেলন দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – অডিও এবং ভিডিও। অডিও কনফারেন্সে, ব্যবহারকারীরা মাইক্রোফোন এবং স্পিকারের মাধ্যমে সংলাপের আদান প্রদান করে। এটি একটি ফোন কলের সমতুল্য। ইন্টারনেট কনফারেন্সগুলি করার অন্যান্য উপায় হলো ভিডিও কনফারেন্সিং। এটি কার্যত অডিও কনফারেন্সিংয়ের মতো তবে উভয় পক্ষই একটি ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে একে অপরকে দেখছে। স্কাইপ, গুগল টক , ইমো এবং আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন ভিডিও কনফারেন্স পরিসেবা প্রদান করে, যা দীর্ঘ-দূরত্বের পারিবারিক আলোচনা এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।

অন্যান্য ব্যবহার:

বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পণ্য কেনা বেচা সহ বিভিন্ন সেবা পাওয়া যায়। বিমান বা অন্যান্য পরিবহন ব্যবহার করার জন্য অনলাইনে বুকিং বা টিকিট কেনা যায়। হোটেল বুকিং করা যায়। ইন্টারনেটে কেনা বেচা বা সেবা গ্রহণের জন্য ক্রেডিট কার্ড বা অন্যান্য পেমেন্ট অপশন ব্যবহার হয়ে থাকে। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য, ফর্ম, নোটিশ, পরীক্ষার ফলাফল, বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি, ব্যবসা বানিজ্য, গবেষণা, পড়াশুনা, বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য, সেবা পাওয়ার জন্য বর্তমানে ইন্টানেটের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধিবেশন ৮

চাকরি সন্ধানের জন্য কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন (How to Use Internet to Find Job)

বিষয়বস্তু

চাকরির জন্য অনলাইন যোগাযোগ
ইন্টারনেটের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সর্ম্পকে জানা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

আলোচনা, উন্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া

সময়

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

কোন প্রতিষ্ঠানে কখন, কি কাজে, কোন বিষয়ে লোক নিয়োগ দেয়া হবে তা জানতে এখন আর সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খোঁজ নেওয়া বা সংবাদপত্রে চাকরির বিজ্ঞাপন ছাপার অপেক্ষায় থাকতে হয় না। ইন্টারনেট বা অনলাইনের মাধ্যমে চাইলে ঘরে বসেই জানা যাবে সে খবর।

ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় অনলাইনই এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমানে সরকারের প্রতিটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনেই সম্পন্ন হয়।

তাছাড়া বেসরকারী চাকরির বিজ্ঞাপনও পোস্ট করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইটে। প্রাথমিক আবেদনও নেওয়া হচ্ছে অনলাইনেই। বড় প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি সংস্থাগুলো এখন সংবাদপত্রের চাইতে অনলাইন ওয়েবপোর্টালগুলোতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। আবেদনসহ প্রায় পুরো প্রক্রিয়া শেষ করছে অনলাইনের মাধ্যমে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত হবার সুযোগ থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলোও সেখান থেকেই ইন্টারভিউ এর জন্যে ডাকে। আপনার সিভি যদি দৃষ্টিনন্দন হয় তাহলে এসব কোম্পানি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা আপনার জন্য অনেক সহজ কাজ হয়ে যাবে।

এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জব পোর্টাল। শুধুমাত্র চাকরি প্রার্থী এবং নিয়োগদাতাদের জন্য তৈরী এসব জব ওয়েবসাইট খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশের লাখ লাখ চাকরি প্রার্থী ও চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করাই জব ওয়েবসাইটগুলোর মূল কাজ। চাকরি খুঁজার ওয়েবসাইটগুলোর উদাহরণ হলো বিডিজবস, প্রথম আলো

জবস, চাকুরি মেলা ইত্যাদি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলো এখন আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। চাকরি খোঁজার জন্য লিঙ্কডইন (LinkedIn), ফেসবুক, টুইটার একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। লিঙ্কডইন (LinkedIn) বর্তমান সময়ে চাকরী পেতে খুবই সহায়ক। পেশাজীবীদের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে লিঙ্কডইন। সামাজিক যোগাযোগের এই ওয়েবসাইটটি পেশাজীবীরাই বেশি ব্যবহার করে থাকে।

ফেসবুকেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চাকরির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের অফিসিয়াল পেজে কিংবা গ্রুপে। প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিসিয়াল পেজে লাইক দিয়ে এবং চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রুপে যুক্ত হয়ে পাওয়া যাবে চাকরির খবর। টুইটার ও অন্যান্য সামাজিক গনমাধ্যমেও একইভাবে পাওয়া যাবে চাকরির খবর।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম বা অনান্য ব্রাউজারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে চাকরির আবেদন সম্পন্ন করতে পারে নিজে নিজেই।

অধিবেশন ৯

কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (How to Secure Your Computer and Online Practices)

বিষয়বস্তু

- কম্পিউটারের নিরাপত্তা
- ইন্টারনেট নিরাপত্তা
- কোন সাইটে লগ ইন করার আগে সতর্ক থাকা
- পাসওয়ার্ড ব্যবহারের টিপস
- অপরিচিত মেইলের লিঙ্কে ক্লিক না করা
- ফ্রি ওয়াই ফাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা
- অনলাইনে কেনাকাটা বা লেনদেনে সতর্ক থাকা
- ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন
- স্প্যাম ই-মেইল
- ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেট
- ব্যক্তিগণ কম্পিউটার ব্যবহার করা
- পিশিং
- পপ আপ বিজ্ঞাপনে ক্লিক না করা
- নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার:

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের প্রচলিত ব্যবহার সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি

আলোচনা, উন্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার

উপকরণ

কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া

সময়:

৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য

প্রত্যেক ব্যবহারকারীরই উচিত কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবা। কিছু নিয়ম মেনে চললেই খুব সহজেই রোধ করা সম্ভব হ্যাকিং, ওয়ার্ম, ভাইরাস, তথ্য চুরিসহ আরও অনেক কিছুই।

- **কম্পিউটারের নিরাপত্তা**

কম্পিউটারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই ভাল মানের একটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার বেছে নিতে হবে। বিনা মূল্যে অনেক অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলোতে নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা থাকে না। যে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটিই ব্যবহার করুন না কেনো, সেই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি সবসময় আপডেটেড করে নিতে হবে। মাঝেমাঝে ফুল স্ক্যান করে নিতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ইনস্টল না করা, ক্র্যাক ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা, সি ড্রাইভের ব্যাকআপ করে রাখা ও পেন ড্রাইভ স্ক্যান না করে ওপেন না করা, পিসির গতি ঠিক রাখতে কম প্রোগ্রাম ইনস্টল করা ও ডিস্ক ডিফ্রেগমেন্টিং করা। এইসকল বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকতে হবে।

কম্পিউটারের ড্রাইভ ফরম্যাট বা উইনডোজ রিইন্সটলের আগে তথ্য বা ডাটা ব্যাকআপ রাখা অবশ্যই দরকার। ফ্রি সফ্টওয়্যার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করার আগে ইউজার রেটিং ও ফিডব্যাক পড়ে নিতে হবে। কমিউনিটি ভিত্তিক রেটিং সফটওয়্যারগুলোর উপর কিছুটা ভরসা করা যায়।

- **ইন্টারনেট নিরাপত্তা**

ইন্টারনেটের যথাযথ ব্যবহার অনেকেই করতে পারেন না। বিভিন্ন ধরনের লিংক এবং আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখে এতে হুটহাট করে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। না বুঝেই ইমেইল এর স্প্যাম ফোল্ডারে আসা ইমেইলের লিংকে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো কিছু ডাউনলোড করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন ভুলবশত কোন ওয়ার্ম বা ভাইরাস ডাউনলোড না হয়ে যায়। অনলাইনে হ্যাকার বা দুষ্কৃতকারীরা সবসময় আপনাকে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এবং ডলারের প্রলোভন দেখিয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে। এজন্য আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বা লিংকে ক্লিক করার আগে ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন। নয়তো এক ক্লিকেই বিপদ ডেকে আনবেন।

- **কোন সাইটে লগ ইন করার আগে সতর্ক থাকা**

অপরিচিত কোন সাইটে লগ ইন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আপনি যদি হুট হাট যে কোন সাইটে লগ ইন করেন এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে প্রবেশ করেন তাহলেও আপনি হ্যাকিং এর শিকার হতে পারেন। অনেক সময় অপরিচিত কোন সাইটে লগ ইন করার জন্য আপনাকে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য দিয়ে লগ ইন করতে হয়, এ ক্ষেত্রে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে।

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করাঃ

তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা অনেক ধরনের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এবং নানা কাজে অনেক ধরনের সফটওয়্যার বা অ্যাপস ব্যবহার করি। এই সকল সাইটের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আমরা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি। ঘরে ঢুকবার জন্য যেমন চাবির প্রয়োজন হয় তেমনি এই সকল অন লাইন সাইটে প্রবেশের জন্য পাসওয়ার্ড এর প্রয়োজন হয়। তাই এই সকল পাসওয়ার্ড শক্তিশালী হওয়া অনেকটা জরুরী।

অধিকাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই ইমেইল, ফেইসবুক ছাড়াও অন্যান্য অনলাইন অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাবধান নয়। সহজেই মনে রাখা যায়, এমন ধরনের পাসওয়ার্ড সবাই ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু আপনি কি জানেন? আপনার কাছে যেটা মনে রাখা সহজ, হ্যাকারদের কাছে সেটা অনুমান করা তার চেয়েও সহজ।

ভালো পাসওয়ার্ড এ একগুচ্ছ শব্দের সাথে সাথে নাম্বার, কিছু সংকেত এবং শব্দগুলো যেন স্বাভাবিক ডিকশনারী

ওয়ার্ড না হয়ে অন্য কিছু হয় তেমনটিই কাম্য।

পাসওয়ার্ড ব্যবহারের টিপস:

- ✓ আপনার সমস্ত অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। একই বা অভিন্ন পাসওয়ার্ড সব জায়গায় ব্যবহার করবেন না।
- ✓ সংক্ষিপ্ত না করে দীর্ঘ বা জটিল পাসওয়ার্ড তৈরি করুন।
- ✓ সহজেই অনুমান করা যায় এমন কোনও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না।
- ✓ বর্ণ (Letters) ছোট হাতের এবং বড় হাতের মিলিয়ে, সংখ্যা (Numbers) এবং চিহ্ন (Symbols) একসাথে মিশিয়ে পাসওয়ার্ডকে জটিল করুন যেমন: Lo^5+Bd%*p
- ✓ শব্দকে উল্টো করে লিখুন। Disability যেমন ytilibasiD।
- ✓ ৩/৪ মাস পর পর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।
- ✓ আপনার পাসওয়ার্ড কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।

অপরিচিত মেইলের লিঙ্কে ক্লিক না করাঃ

আপনার মেইলের স্প্যামে অপ্রয়োজনীয় / অপরিচিত মেইলের লিংকে ক্লিক করছেন তো একটা অহেতুক ঝামেলায় পড়েছেন। অনেকে বিরক্ত হয়ে আনসাবসক্রাইব বাটনে ক্লিক করেন রেহায় পেতে। কিন্তু ফলাফল হতে পারে উল্টো। যারা স্প্যাম দিচ্ছে আপনাকে তারা বুঝে গেল যে আপনার ই-মেইল আইডিটা জীবন্ত এবং কোন হিউম্যানই এটা ব্যবহার করছে। তাই আনসাবসক্রাইব না করে বরং ডিলিট করে দিতে পারেন অথবা "Mark As Spam" হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

কাজ কর্মের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভার্চুয়াল জগতে না রাখাঃ

আপনার কাজের তথ্য ভার্চুয়াল জগতে যত কম রাখা যায় ততই ভালো। কারণ আপনার শত্রু কি ফাঁদ পাতছে তা বলা তো যায় না। কোন ভাবে আপনার নিরাপত্তা স্তর ব্রেক করতে পারলে হাতিয়ে নিয়ে যাবে আপনার গোপন তথ্য।

ফ্রি ওয়াই ফাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতাঃ

আমরা অনেকেই ফ্রি ওয়াইফাই জোন পেলে আনন্দে আত্তহারা হয়ে যাই। কেউ কেউ এই ধরনের ফ্রি ওয়াইফাই জোনে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় চেক করে থাকে যেমন, অনেকে মনে একটু ব্যংক একাউন্টটা চেক করে নেই বা একটা মেইলের আদান-প্রদান করে নেই। এই ধরনের কাজ গুলো করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এই ধরনের কাজের মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগণ তথ্য হাতছাড়া হতে পারে যখন তখন। এই অবস্থায় হ্যাকার কোন ধরনের পাসওয়ার্ড ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগণ তথ্য চুরি করে নিতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেনঃ

এমন অনেক ব্যবহারকারী আছেন যারা প্রোফাইল ছবি দেখেই ফ্রেন্ড লিস্টে এড করে বসেন। কোন অপরিচিত রিকোয়েস্ট এলে তাদের ইনফো আগে যাচাই করে নিন। দেখুন তার ফ্রেন্ডলিস্টের সংখ্যা কেমন। তার অন্যান্য ইনফো সঠিক কিনা। তাছাড়া আপনাদের মাঝে কোন ফ্রেন্ড কমন (Mutual friend) আছে কিনা তাও দেখে নিন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন। এমন কাউকে লিস্টে যুক্ত করবেন না যাদের প্রোফাইল ছবি পর্যন্ত নেই।
ফেসবুক, টুইটার বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে প্রাইভেসি সেটিংগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় ব্যক্তিগণ বা পরিবারের পোস্টগুলোকে "ফ্রেন্ডস অনলি" করে রাখা ভালো।

বন্ধুর বাইরে অন্য কাউকে আপনার ব্যক্তিগণ ওয়ালে পোস্ট করতে দেবেন না বা কমেন্ট করা রেস্ট্রিক্টেড করে দেবেনা ফেসবুকে ব্যক্তিগণ তথ্যগুলি (বয়স, ফোন নম্বর ইত্যাদি) অন্য কাউকে না দেখানো উচিত (মি অনলি করে ফেলুন)। অন্যরা আপনাকে ট্যাগ করতে পারে এই অপশন বন্ধ করে দিন। ফেসবুক দিয়ে লগইন করা বাইরের অ্যাপ

(যেমন প্রোফাইল পরিবর্তন করার) ব্যবহার করবেন না। কেউ আপনাকে আক্রমণ বা হয়রানি করলে তাকে বা তাদেরকে ব্লক করুন বা ফেসবুককে জানান। ভুঁয়া, মিথ্যা, আক্রমণাত্মক পোষ্ট দেখলে রিপোর্ট করুন।

অপরের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলা, অপরের ছবি বা তথ্য ব্যবহার করার সময় তাঁদের অনুমতি নেয়া এবং উৎসের নাম উল্লেখ করা, দেশের বিদ্যমান আইন সম্পর্কে জানা এবং আইন লঙ্ঘন না করা ইত্যাদি খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮" সম্পর্কে ধারনা রাখতে হবে।

অনলাইনে কেনাকাটা বা লেনদেনে সতর্ক থাকাঃ

প্রযুক্তিকে পুঁজি করে লেনদেনের ধরণেও এসেছে পরিবর্তন। কাগজের টাকার বদলে এসেছে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড। সরাসরি অনলাইনেও লেনদেন হচ্ছে। দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এ মাধ্যমে সামান্য কিছু ভুলের জন্য হয়ে যেতে পারে অনেক বড় ক্ষতি। এ কারণে অনলাইনে ক্রেডিট কিংবা ডেবিট কার্ড নম্বর ব্যবহার করে লেনদেনসহ অনলাইন ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা বাধ্যতামূলক। কিছু বিষয় মনে রাখলে অনলাইনে নিরাপদে লেনদেন করা যায়, অর্থ চুরির আশংকা এড়ানো যায়।

ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশনঃ

অনলাইনে কোনো কিছু কেনার প্রয়োজন হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন থাকলে সেটি ব্যবহার করা উচিত। এর অর্থ পন্য হাতে পাওয়ার পর টাকা প্রদান। এতে লেনদেনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। অর্থ ও পণ্য হারানোর ভয় থাকে না। অনেক ভুয়া ওয়েবেসাইট রয়েছে যেগুলো টাকা আগে নিলেও পণ্য আর বাসায় পৌঁছায় না। তাই ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশনটি সবচেয়ে বেশি নিরপাদ।

স্প্যাম ই-মেইলঃ

হ্যাকাররা ব্যবহারকারীদের ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডসহ অন্যান্য অনলাইন লেনদেন মাধ্যমের তথ্য চুরি করার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল স্প্যামিং। ব্যবহারকারীদের ই-মেইলে নানা লোভনীয় অফারের কথা জানিয়ে মেইল পাঠানো হয়। যখন ব্যবহারকারী হ্যাকারের লোভনীয় অফারের লোভে মেইলটিতে ক্লিক করে সেই অনুযায়ী কাজ করবে তখনই ব্যবহাকারীর মেইলের এমনকি কম্পিউটারের সব তথ্য চলে যাবে হ্যাকারের কাছে। তাই ই-মেইলে আসা লোভনীয় অফারসমৃদ্ধ মেইলগুলো সর্ম্পকে সচেতন থাকা উচিত।

ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেটঃ

ওয়েবসাইটের সার্টিফিকেট পরীক্ষা করুণ। নামকরা সাইটগুলো তাদের সাইটের জন্য একধরনের ওয়েব সার্টিফিকেট ব্যবহার করে। এটির অর্থ হচ্ছে ওই সাইটটি পরীক্ষিত। সাধারনত ব্রাউজারের অ্যাড্রেসবারের পাশে সাইটটির ফেভআইকন (সাধারনত সাইটের লোগোর ছবি) থাকে। সেখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে ওয়েবসাইটটি সার্টিফাইড কি-না।

কোনো কোনো ওয়েবসাইট আছে (বিশেষ করে ব্যাংকিং এবং অনলাইন কেনাকাটার নামকরা সাইটগুলো) আপনার ব্যক্তিগত ও গোপনীয় স্পর্শকাতর তথ্য নেওয়ার সময় (যেমন: জন্মতারিখ, বাসার ঠিকানা অথবা কার্ডের নম্বার) এনক্রিপ্টেড কানেকশন ব্যবহার করে। এরকম সাইটে ব্রাউজারের অ্যাড্রেসবারে বা স্ট্যাটাসবারে একটা তালার চিহ্ন দেখা যাবে।

ব্যক্তিগণ কম্পিউটার ব্যবহার করাঃ

অনলাইনে লেনদেন করার জন্য সাইবার ক্যাফে কিংবা অন্য কোনো বন্ধুর কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত নয়। বেশিরভাগ মানুষ এরকম অরক্ষিত কম্পিউটার থেকে অনলাইন কেনাকাটা করতে গিয়ে কার্ডের বা ব্যাংকের সব তথ্য অজান্তেই দিয়ে দেন হ্যাকারদেরকে। এছাড়াও এনিডেস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

ফিশিংঃ

অনেকসময় হ্যাকাররা মূল ওয়েবসাইটের মতো করে নকল একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে রাখে যাকে পিশিং বলা হয়। উদাহারণ হিসাবে মনে করুণ আপনি পেপ্যালের ওয়েবসাইট ঢুকবেন, কিন্তু অ্যাড্রেসবারে টাইপ করতে গিয়ে লেখার পর সেটির ওয়েবঠিকানা এসেছে। সঙ্গে রয়েছে পেপ্যালের লোগো। এটিকে সঠিক মনে করে স্বাভাবিকভাবে ইউজার নেইম, পাসওয়ার্ড লিখে ঢুকে পরলেন। আসলে এতে যে ঘটনা ঘটলো তাতে এ পদ্ধতিতে হ্যাকাররা আপনার ইউজার নেইম এবং পাসওয়ার্ড পেয়ে গেল।

তাই আসল পেপালে ঢোকার সময় কিংবা ব্যাংকিং বা অনলাইন শপিং সাইটে ঢোকার পর আরেকবার মিলিয়ে দেখুন ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস ঠিক আছে কি-না। নিশ্চিত হয়ে লগইন করুণ এবং নিরাপদে লেনদেন সম্পন্ন করুন।

পপ আপ বিজ্ঞাপনে ক্লিক না করাঃ

বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময় মাঝে মাঝে বিভিন্ন পপ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। এ বিজ্ঞাপনগুলোতে ক্লিক করলে হয়ে যেতে পারে অনেক বড় সর্বনাশ। তাই এগুলোতে ক্লিক করার আগে একটু সাবধান থাকতে হবে। মজিলা ফায়ারফক্সে ad blocker এড অন্স ব্যবহার করলে এ সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যাবে।

নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারঃ

অর্থনৈতিক যে কোনো কাজ যেমন ব্যাংকিং বা কেনাকাটার জন্য প্রাইভেট ওয়াই-ফাই বা ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করুন। ফ্রি ওয়াই-ফাই নেট ব্যবহার করলে এ ধরণের আর্থিক লেনদেন না করাই ভাল।

অধিবেশন ১০

কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণা চালাবেন / ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনা সম্পাদন করা
(How to Use the Internet to Conduct Research)

বিষয়বস্তু
ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনা সম্পাদন করা
ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষনার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় প্রাধ্যান্য দিতে হবে
কর্তৃপক্ষ / Authority
অন্তর্ভুক্তি / সংযোজন / Affiliation
পাঠকবর্গ / শ্রোতা / Audience
হালনাগাদ / Up-to-Date
নির্ভরযোগ্যতা / নির্ভুলতা / Accuracy
গবেষনার জন্য তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য নীচের সার্চ ইঞ্জিন বা উৎস সহায়ক

উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে বুঝতে পারবে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পদ্ধতি
বক্তৃতা, আলোচনা, উন্মুক্ত আলোচনা এবং হোয়াইট বোর্ডে লিখা

উপকরণ
মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি

সময়
৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য
ইন্টারনেটের পূর্বে গবেষণা চালানোর জন্য লাইব্রেরির উপর নির্ভর করতে হতো তবে, আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করি যেখানে আমরা কম্পিউটার থেকে বিশাল তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো বিশ্বের যেকোন ব্যবহারকারীর জমা করা বা পোস্ট করা তথ্যের একটি বিশাল ডাটাবেস যেখানে আমরা যে কোনও বিষয়ে তথ্য পেতে পারি।

যেহেতু ইন্টারনেটে সমস্ত লিখিত সামগ্রী ব্যক্তিগত উদ্যেগে দেওয়া হয় এবং সেহেতু লিখিত বিষয়বস্তুর উপর খুব কম বিধিবিধান রয়েছে। ওয়েবে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে অথবা নিজস্ব মতামত ভিত্তিক হতে পারে।

ইন্টারনেটে গবেষণা ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার গবেষণা থেকে খুব আলাদা এবং পার্থক্যগুলি সমস্যার কারণ হতে পারে। ইন্টারনেট একটি অসাধারণ উৎস গবেষণার জন্য, তবে এটি অবশ্যই সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

লাইব্রেরিতে আপনি যে মুদ্রিত বই বা তথ্য সন্ধান করেন তা প্রকাশের আগে বিশেষজ্ঞরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করেছেন। বই এবং অন্যান্য মুদ্রিত উপকরণগুলো যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আসে তখন কর্তৃপক্ষ বিশ্বজুড়ে অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থাগারগুলির পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং নিয়মিতভাবে তথ্যের ক্রস-রেফারেন্স করা হয়। অন্যদিকে ইন্টারনেটে যে কোনও ব্যক্তি নিজের ওয়েবসাইটে যা খুশি তা রাখতে পারেন, কোনও পর্যালোচনা বা স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া নেই, এবং বিষয়গুলি সনাক্তকরণ এবং ক্রস-রেফারেন্সগুলি তৈরি করার কোনও মানসম্মত উপায় নেই ।

অন-লাইনে গবেষণা করার সময় আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ইন্টারনেটের উৎসগুলোতে একচেটিয়া নির্ভর করবেন না। ওয়েবে প্রাপ্ত উৎসগুলোর উপাদান নির্ভরযোগ্য এবং অনুমোদনযোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিপরীতে ইন্টারনেট থেকে ক্রস চেক করতে হবে।

আপনি নিজের অনুসন্ধান শুরু করার আগে, আপনি কী সন্ধান করছেন তা সম্পর্কে সুক্ষভাবে চিন্তাভাবনা করুন। নীচের পয়েন্টগুলো ইন্টারনেট এ অনুসন্ধান এবং তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং তথ্যের উৎসগুলো মূল্যায়নের নির্দেশিকা হিসেবে কাজে দিবে। কোনও ওয়েবসাইট দেখার সময় আপনি যদি এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন তবে আপনি অনেক ত্রুটি এবং সমস্যা এড়াতে পারেন। এছাড়াও প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার কাজে ব্যবহারের সময় কপি পেস্ট থেকে বিরত থাকতে হবে।

কর্তৃপক্ষ / Authority

- লেখক কে?
- লেখকের নাম দেওয়া আছে?
- তার যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে?
- তার এবং তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্যের কোনও লিঙ্ক আছে?
- তার সাথে যোগাযোগ করার কোনও উপায় আছে (কোনও ঠিকানা বা ইমেইল)?
- আপনি কি তার নাম অন্য কোথাও (ক্লাসে, বা আপনার কোর্সের পাঠ্য বা লাইব্রেরির বইগুলোতে উদ্ধৃত) শুনেছেন?
- লেখক কি এই বিষয়ে অন্য কোথাও লিখেছেন?

অন্তর্ভুক্তি / সংযোজন / Affiliation

- ওয়েব সাইটের স্পনসর কে?
- লেখক কি কোনও নামী সংগঠন বা সংস্থার সাথে যুক্ত?
- তথ্যটি কি সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, বা কেবল লেখকের? যদি পৃষ্ঠপোষকতা সংগঠন বা সংস্থাটি স্পষ্টভাবে সাইটে চিহ্নিত না করা হয় তবে URL বা ওয়েব এড্রেসটি পরীক্ষা করুন।
- ডোমেইন এক্সটেনশন .edu যা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে। সরকারী সাইটগুলি এক্সটেনশন .gov দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। .Org সমন্বিত ইউআরএলগুলি হলো অলাভজনক সংস্থাগুলি দ্বারা স্পনসর করা সাইট। .Com এক্সটেনশনযুক্ত সাইটগুলিও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাদের বাণিজ্যিক বা কর্পোরেট স্পনসর রয়েছে যারা সম্ভবত আপনার কাছে কিছু বিক্রি করতে চান। এক্সটেনশন. NAME এর অর্থ প্রায়শই কোনও ব্যক্তিগণ ওয়েব পৃষ্ঠার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেই; আপনি মুদ্রণ উৎসগুলিতে লেখকের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করে থাকেন তবেই এই জাতীয় সাইটগুলি ব্যবহার করুন।

পাঠকবর্গ / শ্রোতা / Audience

ওয়েব সাইটটি কোন ধরণের পাঠকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে? আপনি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা পর্যায়ের তথ্য চান কিন্তু প্রাথমিক স্তরের কোন তথ্য নয় সুতরাং এই সাইটগুলি এড়িয়ে চলুন।

হালনাগাদ / Up-to-Date

- ওয়েব সাইট কি সমসাময়িক?
- সাইটে কি তারিখ আছে?
- সবচেয়ে সাম্প্রতিক আপডেটের তারিখটি কি দেওয়া হয়? সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইন্টারনেটে উৎসগুলো আপ টু ডেট থাকতে হবে। সর্বোপরি, সর্বাধিক বর্তমান তথ্য পাওয়াটাই গবেষণার জন্য ইন্টারনেটে ব্যবহারের প্রধান কারণ।
- সমস্ত লিঙ্ক কি আপ টু ডেট এবং কাজ করছে? ভাঙা লিঙ্ক (Broken URL) এর অর্থ সাইটটি পুরানো এবং এর আরেকটি মানে হলো যে সাইটটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বা আপডেট করা হয় না।

নির্ভরযোগ্যতা / নির্ভুলতা / Accuracy

- ওয়েব সাইটের তথ্য বা উপাদানগুলি কি নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক?
- তথ্যটি কি সত্য, মতামত নয়তো?
- আপনি কি মুদ্রণ উৎসে তথ্য যাচাই করতে পারেন?
- তথ্যের উৎসটি কি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মূল গবেষণা উপাদান বা পরোক্ষ উপাদান অন্য কোথাও থেকে ধার করা হয়েছে কিনা?
- উৎসে প্রদত্ত গবেষণাটি কতটা অকাট্য?
- উপস্থাপিত উপাদান বা তথ্যগুলোর বা বিষয়বস্তুর কতোটা গভীরতা রয়েছে?
- শক্ত প্রমাণ এবং ভাল যুক্তির উপর ভিত্তি করে কি যুক্তিগুলো উপস্থাপিত হয়েছে?
- লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কি নিরপেক্ষ নাকি উদ্দেশ্যমূলক?
- লেখকের ভাষা কি আবেগ এবং পক্ষপাত মুক্ত?
- সাইটটি কী বানান বা ব্যাকরণে ত্রুটিমুক্ত?

যদি কোনও নির্দিষ্ট সাইটের দিকে তাকানোর সময় আপনি যদি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচকভাবে দিতে পারেন তবে আপনি নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারেন যে এটি ভাল সাইট যেখান থেকে আপনি তথ্য নিয়ে আপনার গবেষনা কাজ চালাতে পারেন।

অনেক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, নিবন্ধ এবং অন্যান্য তথ্য সরকারী এবং শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই ওয়েবসাইটগুলি সহজেই চিহ্নিত করা যায় কারণ তাদের ডোমেনের নামগুলি .edu বা .gov এ শেষ হয়। গবেষনার জন্য তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য নীচের সার্চ ইঞ্জিন বা উৎস সহায়ক হতে পারে।

For Academic journals, articles and other scholarlz content:
Google Scholar http://scholar.google.com/

For Books:
Google Books Search http://books.google.com/

To create a works cited page:
Son of Citation Machine http://citationmachine.net/

মনে রাখতে হবে যে, কোন গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত তথ্য নিজ গবেষণা কাজে ব্যবহার করলে তার রেফারেন্স এবং যাচাইযোগ্য লিংক উল্লেখ করে দিতে হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী

বিষয়বস্তু
মূল্যায়ন
প্রশিক্ষণোত্তর ধারনা যাচাই
সমাপনী

উদ্দেশ্য
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে।

পদ্ধতি
উন্মুক্ত আলোচনা এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে

উপকরণ
কম্পিউটার

সময়
৩০ মিনিট

হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-হিউম্যানিটি এন্ড ইনক্লুশন (এইচআই)
বাসা ৩/এ, রোড ৩৬, গুলশান ২, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৮৪৭৯৪, +৮৮ ০২ ২২২২৯২১৮৮
ইমেইল: r.chandra@hi.org
ওয়েব: www.hi.org

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)
বাসা এফ ১০ (পি), রোড ১৩, ব্লক বি, চাটগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২৩৩৪৪৭১৬৯০; +৮৮ ০২৩৩৪৪৭০২৫৭
ইমেইল: info@ypsa.org; ypsa_arif@yahoo.com
ওয়েব: www.ypsa.org